প্রথম আলো

20 DEC 2006

২০ ৭

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে গতকাল তার কার্যালয়ে এনজিও ফেডারেশনের নেতারা জাতীয় সংলাপে অংশ নেন —পিআইডি

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংলাপ

মাদ্রাসাশিক্ষা আধুনিক করার দাবি এনজিও নেতাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফেডারেশন অব এনজিও বাংলাদেশ (এফএনবি) নেতারা গতকাল সোমবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বলেছেন, দেশের অনেক মাদ্রাসায় ধর্মের অপব্যাখ্যা শেখানো হচ্ছে, আত্মঘাতী বানানো হচ্ছে। তারা বলেন, অবিলম্বে এসব বন্ধ করতে হবে এবং মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ করতে হবে। তারা বোমাবাজি বন্ধে সরকারকে আরো কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলেন।

জঙ্গি তৎপরতা ও বোমাবাজি বন্ধে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় সরকার আহূত সংলাপে অংশ নিয়ে এফএনবি নেতারা বলেন, আমাদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা আছে, আছে নানারকম শঙ্কা। তারা বলেন, বোমাবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এনজিওরা সরকারকে সব রকম সহায়তা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু সরকারকে এনজিওগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আলোচনা শেষে এফএনবির সভাপতি আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিক করার দাবি

শেষ পৃষ্ঠার পর

অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বর্তমানে মসজিদগুলোয় জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যেভাবে জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে, মাদ্রাসাগুলোয়ও একইভাবে সেই কর্মসূচি নেওয়ার জন্য তারা সরকারকে বলেছেন।

তবে এফএনবির একজন বোর্ড সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের এই বৈঠক সরকারের চলমান সংলাপের অংশ নয়। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আমরা সাম্প্রতিক বোমাবাজি, বিভিন্ন এনজিওর ওপর হুমকিসহ নানা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার জন্য তার সময় চেয়েছিলাম। সংলাপ চলাকালীন আমাদের সময় দেওয়া হয়েছে। এটাকে সংলাপের মধ্যে ফেলা ঠিক হবে না। আমরা এসব রাজনীতির মধ্যে নেই।

এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব তাজুল ইসলামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি পাল্টা বলেন, এফএনবিকে প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষর করা সংলাপের আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে এফএনবির ওই বোর্ড সদস্য প্রথম আলোকে বলেন, এ রকম কোনো চিঠি আমরা পাইনি।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সংবাদ ব্রিফিংয়ে বলেন, আলোচনায় এফএনবি নেতারা বোমাবাজ, জঙ্গিদের সাধারণ ক্ষমার আওতায় আনা হবে কি না জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়ভাবে তা নাকচ করে দেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার সর্বোচ্চ তৎপরতায় জঙ্গি দমনের চেষ্টা করছে। এটা অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি এ ব্যাপারে নতুন আইনও হবে।

ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানি লন্ডারিং আইন সংশোধনের চিন্তাও হচ্ছে, যাতে জঙ্গিদের অর্থের জোগান বন্ধ করা যায়।

সংলাপে সরকারপক্ষে বিএনপি মহাসচিব ও এলজিআরডিমন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

এফএনবির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কামালউদ্দিন আকবর, রাশেদা কে চৌধুরী, আবুল হাসিব খান, সৈয়দ রিজওয়ানা হাসান, বেলাল আহমেদ, শেখ আসাদুজ্জামান খোকন।

এরপর প্রধানমন্ত্রী ওলামা-মাশায়েখদের সঙ্গে সংলাপে বসেন। সংলাপে ওলামাদের পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রয়োজনে সরকার মাদ্রাসাগুলোয় তল্লাশি চালাতে পারে। কিন্তু অহেতুক হয়রানি যাতে না হয়, সেজন্য তল্লাশির সময় মাদ্রাসা অধ্যক্ষদের সঙ্গে রাখতে হবে। তারা জঙ্গি দমনে সরকারের কঠোর পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, ওলামারা এ ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে আছে।

সংলাপে মাওলানা আমিনুল ইসলাম, মাওলানা আনোয়ার শাহ, মাওলানা ইমদাদুল হক আড়াইহাজারী, নাজমুস সালেহীন, কাজী আবু হোয়ায়রা, হাফেজ আবদুল মালেক, মাওলানা নেসারুল হক, সেলিম রেজাসহ সারা দেশের দুই শতাধিক ওলামা অংশ নেন। সরকারপক্ষে ছিলেন এলজিআরডিমন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশারেফ হোসেন শাজাহান ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী।